সহীহ হাদীসের আলোকে

তাবিজ ব্যবহার ও তার হুকুম

তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনাঃ

মুফতিয়ে আযম বাংলাদেশ

আল্লামা মুফতী আব্দুচ্ছালাম চাটগামী দা. বা.

বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ও মুফতী

দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

প্রধান মুফতী, জামিয়াতুল উলুমিল ইসলামিয়া

আল্লামা বানূরী টাউন করাচী, পাকিস্তান।

রচনায়

মুফতী অকিল উদ্দিন যশোরী

সহকারী মুফতী, দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ, চট্টগ্রাম।

www.almodina.com

সহীহ হাদীসের আলোকে
তাবিজ ব্যবহার ও তার হুকুম

তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনাঃ
মুফতিয়ে আযম বাংলাদেশ
আল্লামা মুফতী আব্দুস সালাম চাটগামী দা. বা.

রচনায়ঃ
মুফতী অকিল উদ্দিন যশোরী
মুতাখাসসিস ফিল হাদীস ওয়াল ফিকহ
সহকারী মুফতী- দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ
গফুর ভিউ এ/১৫৫৫, রাজাখালী, চাক্তাই, চট্টগ্রাম।
মোবাইলঃ ০১৯১৭-০৭২৯৩৫, ০১৮১২-৫১৯৫৮৯

সর্বস্বত্বঃ
লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশকঃ
জনাব অলিয়ার রহমান স্মরণে
মুফতি অহিদ ইসলামী গবেষণাগার কৈখালী, সদর, যশোর।

প্রকাশকালঃ
৯ জানুয়ারী ২০১৬ ঈসায়ী, ২৭ রবিউল আওয়াল ১৪৩৭ হিজরী

কম্পিউটারঃ অকিল উদ্দিন সোহাগ
মূল্যঃ ২৪ (চব্বিশ) টাকা মাত্র।

বইটি পড়তে ভিজিট করুন
www.kafelaehaque.com

Sohih Hadiser Aloke Tabij Babohar O Tar Hukum
By: **Mufti Wakil Uddin Jessoree**
Specialist in Hadith & Islamic law.
Assistant Mufti: darul ifta khadimul quran was sunnah, Chittagong.
Price : 24/- Tk Only.

সূচিপত্র

আল্লামা শাহ আহমাদ শফি দা. বা. এর অভিমত- ৪
হাফেয মাওলানা মুফতী অহিদুর রহমান দা. বা. এর অভিমত- ৫
প্রশ্ন- ৬
উত্তর- ৬
প্রথম হাদীস- ৬
تَمِيْمَةٌ (তামীমাতুন) শব্দের তাহকীক- ৬
প্রথম হাদীসের উত্তর- ৭
এ ছাড়াও হাদীসটি ত্রুটিযুক্ত- ৮
দ্বিতীয় হাদীস- ৮
দ্বিতীয় হাদীসের উত্তর- ৮
পরবর্তীতে ঝাড় ফুঁক ও তাবিজের অনুমোদন- ১১
শিরক না হওয়ার শর্তে ঝাড় ফুঁক তাবিজ ইত্যাদি করার অনুমোদন- ১২
জিব্রাইল আলাইহিস সালাম নিজে রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে ঝাড় ফুঁক করেছেন- ১৩
ঝাড় ফুঁক তাবিজ ইত্যাদি করে বিনিময় গ্রহণ করাও বৈধ- ১৩
তাবিজ ঝুলানোও হাদীস থেকে প্রমাণিত- ১৪
সারসংক্ষেপ- ১৫

পাক-ভারত উপমহাদেশের আযাদী আন্দোলনের অগ্রদূত, শায়খুল আরব ওয়াল আজম আওলাদে রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আল্লামা সায়্যেদ হুসাইন আহমদ মাদানী রহ. এর বিশিষ্ট খলিফা, মুসলেহে উম্মাহ, বাংলাদেশ কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়্যা এর সম্মানিত চেয়ারম্যান, হেফাযতে ইসলাম বাংলাদেশ এর সম্মানিত আমীর, আল জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম এর স্বনামধন্য মহাপরিচালক ও শায়খুল হাদীস শায়খুল ইসলাম

"আল্লামা শাহ আহমদ শফি" দা. বা. এর

অভিমত ও দু'আ

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد.

ইসলামের শুরুর যুগে যেহেতু মানুষ ঝাঁড় ফুক তাবিজ ইত্যাদি শিরক দ্বারা করত সে কারণে রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা থেকে নিষেধ করেছেন। পরবর্তীতে তিনি তা অনুমতি দিয়েছেন। ফুকাহায়ে কেরাম ঝাঁড় ফুক তাবিজ ইত্যাদিতে শিরক জাতীয় কোন কিছু না থাকলে তা ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু কিছু মানুষ তাকে অগ্রাহ্য ভেবে ঢালাও ভাবে ঝাঁড় ফুক তাবিজ ইত্যাদি ব্যবহার শিরক বলে যে প্রচার চালাচ্ছে তা বেঠিক ও ভুল। কেননা যে হাদীসের আলোকে শিরক বলে প্রমাণ করতে চায় সে হাদীসেই তা শিরক নয় ও ব্যবহার বৈধ বলে প্রমাণিত হয়।

এ বিষয়ে আমার অত্যন্ত আস্থাভাজন প্রিয় শাগের্দ তরুণ আলেম মুফতী অকিল উদ্দিন যশোরী, সহকারী মুফতী- দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ চট্টগ্রাম- **'সহীহ হাদীসের আলোকে তাবিজ ব্যবহার ও তার হুকুম'** নামক বইটি রচনা করেছে। মাশা আল্লাহ, সহজ-সাবলীল ভাষায় দলীলসমৃদ্ধ একটি কিতাব। ঝাঁড় ফুক তাবিজ ইত্যাদি সংক্রান্ত যাবতীয় ভ্রান্তি ও সংশয় নিরসনের পর্যাপ্ত উপাদান সেখানে সন্নিবেশিত হয়েছে। যাবতীয় বিভ্রান্তি চুলচেরা বিশ্লেষণপূর্বক খণ্ডন করা হয়েছে ।

আমি দুআ করি আল্লাহ লিখক ও কিতাবকে এবং আমাদের সকলকে কবুল করুন। লিখককে আরো বেশী বেশী খিদমাতের তাওফীক দান করুন। আমীন।

আহমদ শফী

১৭ রবিউল আওয়াল ১৪৩৭ হিজরী

৩০ ডিসেম্বর ২০১৫ ইসায়ী

জামিয়া আরাবিয়া দারুল আরকাম যশোর এর সম্মানিত মুহাদ্দিস ও উপমহাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ইসলামী বিদ্যাপিঠ আল জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারীর স্বনামধন্য মহাপরিচালক ও বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া (কওমী মাদ্‌রাসা শিক্ষাবোর্ড) বাংলাদেশ এর সম্মানিত চেয়ারম্যান, হেফাযতে ইসলাম বাংলাদেশ এর সম্মানিত আমীর, **আল্লামা শাহ আহমদ শফি দা. বা.** এর সুযোগ্য খলীফা,

হাফেয মাওলানা মুফতী অহিদুর রহমান দা. বা. এর

অভিমত

حـــــامدا ومصليا ومسلما أما بعد.

শিরক ও কুফর মুক্ত তাবিজ ব্যবহার করা ইসলামী শরীয়তে কারো উপর ফরয বা ওয়াজিব করা হয় নি। তবে হাদীসে যতটুকু নিষেধাজ্ঞা পাওয়া যায়, তা জাহেলী যুগের কুফরী শিরকী মতবাদের সাথে সম্পৃক্ত। কারণ ইসলামের সোনালী যুগের ব্যক্তিদের দিকে দৃষ্টি দিলে প্রতিয়মান হয় যে, ইসলামী শরীয়তে শিরক ও কুফর মুক্ত তাবিজ ব্যবহার ফরয বা ওয়াজিব না হলেও তা জায়েয হওয়াতে কোন বাঁধা নেই। তবে এ সামান্য বিষয় নিয়ে লা মাযহাবীদের এলোমেলো বক্তব্য মানুষের মাঝে এক বিভ্রান্তির অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে।

বাস্তবে কি তারা বিভ্রান্তি প্রিয় ফাসাদী ওরফে লা মাযহাবী সম্প্রদায়। এ বিষয়ে ফাসাদ নিরসণের জন্য তরুণ আলেম মুফতী অকিল উদ্দিন যশোরী, সহকারী মুফতী- দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ চট্টগ্রাম- এর রচিত "সহীহ হাদীসের আলোকে তাবিজ ব্যবহার ও তার হুকুম" নামক কিতাবটি যথেষ্ট ভুমিকা পালন করবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি লেখকের সর্বাঙ্গিন মঙ্গল কামনা করি ও তার কিতাব আল্লাহর দরবারে কবুলের জন্য দু'আ করি। আমীন।

অহিদুর রহমান
২৫ রবিউল আওয়াল ১৪৩৭ হিজরী
০৬ জানুয়ারী ২০১৬ ঈসায়ী
রাত ৯:৩৮ মিনিট

বরাবর

মাননীয় মুফতী সাহেব দা. বা.

দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ, চট্টগ্রাম।

প্রশ্নঃ আমাদের দেশের অনেক হক্কানী আলেমগণ বিভিন্ন অসুস্থতা বালা মুসিবাত ইত্যাদির জন্য ঝাড় ফুঁক তাবিজ ইত্যাদি দিয়ে থাকেন। বর্তমানে কিছু সংখ্যক লোক বলেন যে, ঝাড় ফুঁক তাবিজ ইত্যাদি শিরক ও হারাম। আমার জানার বিষয় হল, শরিয়তের আলোকে ঝাড় ফুঁক তাবিজ ইত্যাদি ব্যবহার করা যাবে কি না? জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।

নিবেদক

মাওলানা ইসহাক

৬ মে ২০১৫ ঈসায়ী

উত্তরঃ হাদীসগ্রন্থ অধ্যায়ন করলে এ কথা প্রতিয়মান হয় যে, জাহেলী যুগে বিভিন্ন অসুস্থতা বালা মুসিবাত ইত্যাদির জন্য ঝাড় ফুঁক করা তাবিজ ইত্যাদি ব্যবহার করার প্রচলন ছিল। তাদের অনেকে শিরকী কালাম ইত্যাদি দ্বারা ঝাড় ফুঁক করত। তাবিজ ইত্যাদি গলায় ঝুলিয়ে রেখে তার উপর ভরসা করত। আল্লাহর প্রতি আরোগ্যের বিশ্বাস না রেখে শুধুমাত্র তাবিজের উপর বিশ্বাস রাখত। তারা মনে করত এই তাবিজই তাকে আরোগ্য দান করবে। এ জন্য রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধরণের ঝাড় ফুঁক তাবিজ ইত্যাদি করতে নিষেধ করেছিলেন।

প্রথম হাদীস

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَلاَ أَتَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ

হযরত উকবা ইবনে আমের রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে ব্যক্তি রক্ষাকবচ ঝুলিয়ে রাখল, আল্লাহ তায়ালা তাকে সুস্থ করবেন না।[১]

تَمِيْمَةٌ (তামীমাতুন) শব্দের তাহকীক

التّميمة : خرَزة رقْطاء تُنظَم في السّير ثم يُعقَد في العنق ،

[১] . মুসনাদে আবী ইয়ালা ৩/২৯৫ হা. ১৭৫৯ মুসনাদে উকবা ইবনে আমের জুহানী।

خرَزة পুঁথি যাকে মোতির মালায় গাঁথা হয়। সীসা বা কাঁচের টুকরা, আংটির পাথর।

رقْطاء ফিতনা ফাসাদ।

تُنظَم গাঁথা হয়।

في السّير চামড়ার লম্বা টুকরা, ফিতা, বেল্ট।

ثم অতপর।

يُعقَد গাঁথা হয়, গিঁঠ দেওয়া হয়।

في العنق ঘাড়ে।

অতএব অর্থ হবে, বিভিন্ন প্রকারের ফিতনা ফাসাদ দূর করতে ব্যবহৃত পুঁথি যা চামড়ার লম্বা টুকরায় বা ফিতায় গাঁথা হয়, অতপর ঘাড়ে বাঁধা হয়। অর্থাৎ রক্ষাকবচ।[২]

قَالَ الْأَزْهَرِيُّ التَّمَائِمُ وَاحِدُهَا تَمِيمَةٌ وَهِيَ خَرَزَاتٌ كَانَ الْأَعْرَابُ يُعَلِّقُونَهَا عَلَى أَوْلَادِهِمْ يَتَّقُونَ بِهَا النَّفْسَ أَيْ الْعَيْنَ بِزَعْمِهِمْ وَهُوَ بَاطِلٌ

আযহারী বলেন, التَّمَائِمُ শব্দ বহুবচন, একবচন تَمِيمَةٌ । আর তা হলো, পুঁথি বা সীসার টুকরা, আরববাসীরা তাদের সন্তানদেরকে ঐ পুঁথি বা সীসার টুকরা ঝুলিয়ে দিতেন, যা তাদের বাতিল ধারণা মতে বদ নজর বা কুদৃষ্টি থেকে বেচে থাকত।[৩]

সুতরাং অর্থ হলো, বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য শিরকযুক্ত ধারণীয় মন্ত্রপুত কবচ, যা আরববাসীরা শিশুদের গলায় দিতেন ও তারা ধারণা করতেন যে, এ রক্ষাকবচ দ্বারা তাদের সন্তানগণ কুদৃষ্টি ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকবে।

প্রথম হাদীসের উত্তর।

হাদীসটির সনদে একজন বর্ণনাকারী হলেন খালেদ ইবনে উবায়দ। তিনি মাজহুল অপরিচিত। অতএব হাদীসটি সহীহ নয়।

---

[২]. আল মুখাসসিস ফিল লুগাহস৪/২১ নৃত্য করা পরিচ্ছেদ।
আল কামূসুল মুহিত ১/১৪০০ মীম পরিচ্ছেদ, তা অনুচ্ছেদ।

[৩]. আল মুগরিব ফী তারতীবিল মু'রিব ১/২৪৫ তা পরিচ্ছেদ, তা ও মীম।

যেহেতু অসুস্থতা ও বিভিন্ন বালা মুসিবত আল্লাহর তরফ থেকেই আসে এবং তার আরোগ্যও তিনি করেন। যেহেতু রক্ষাকবচের উপর ভরসা করা হয়, সেহেতু বলেছেন তাকে আল্লাহ আরোগ্য করবেন না।

এ ছাড়াও হাদীসটি ত্রুটিযুক্ত

عن عقبة (من تعلق تميمة فلا أتم الله له) أعله ابن حبان بأنه له أحاديث مناكير يتفرد بها عن عقبة, فمثله لا يحمل تفرده عن عقبة, فيعل هذا الخبر بمثل هذه العلة, ومنهم من يعله بأنه سيء الحفظ يصيب ويخطيء, وهناك غير ذلك.

হযরত উকবা ইবনে আমের রাযি. থেকে বর্ণিত। যে ব্যক্তি রক্ষকবচ ঝুলিয়ে রাখল, আল্লাহ তায়ালা তাকে সুস্থ করবেন না।

ইবনে হিব্বান রহ. হাদীসটিকে মুআল্লাল তথা ত্রুটিযুক্ত বলেছেন। কেননা তার অধিক মুনকার হাদীস রয়েছে। আর উকবা রাযি. থেকে এই হাদীসটি একক বর্ণনা। এ জাতীয় একক বর্ণনা উকবা রাযি. থেকে গ্রহণ করা যায়না। আর তা এই ত্রুটিতে ত্রুটিযুক্ত। অনেকে একে মুখস্থ শক্তির দুর্বলতা কখনও সঠিক আর কখনও বেঠিক হওয়ার কারণে ত্রুটিযুক্ত মনে করেন। অথচ এখানে তা এমন নয়।[৪]

দ্বিতীয় হাদীস

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ « إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ ».

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি যে, নিশ্চয় ঝাড় ফুঁক করা রক্ষাকবচ ব্যবহার করা ও স্বামী বা স্ত্রীকে (ঝাড় ফুঁক বা রক্ষাকবচের মাধ্যমে) বশিভুত করা শিরক।[৫]

দ্বিতীয় হাদীসের উত্তর

হাদীসের পরিপূর্ণ অংশ দেখলে বুঝা যায় যে, তিনিও ঝাড় ফুঁক তাবিজ ইত্যাদি করা জায়েয মনে করতেন। যেহেতু তার স্ত্রীর চোখে সমস্যা দেখা দেয়ার

[৪] . শরহুল মুকিযা ১/২৭

[৫] . আবু দাউদ ৪/১১ হা. ৩৮৮৫ চিকিৎসা অধ্যায়, তাবিজ ঝুলিয়ে রাখা পরিচ্ছেদ।

কারণে একজন ইহুদী ব্যাক্তির কাছ থেকে ঝাড় ফুঁক করেছেন। সে কারণে তিনি এমন বলেছেন।

পরবর্তী হাদীসের অংশ হল,

قَالَتْ قُلْتُ لِمَ تَقُولُ هَذَا وَاللَّه لَقَدْ كَانَتْ عَيْنِى تَقْذِفُ وَكُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَى فُلاَنٍ الْيَهُودِىِّ يَرْقِينِى فَإِذَا رَقَانِى سَكَنَتْ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّه إِنَّمَا ذَاكِ عَمَلُ الشَّيْطَانِ كَانَ يَنْخَسُهَا بِيَدِه فَإِذَا رَقَاهَا كَفَّ عَنْهَا إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكِ أَنْ تَقُولِى كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّه – صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ « أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِى لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا».

হযরত আব্দল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. এর স্ত্রী যায়নাব বললেন, আমি বললাম- আপনি এমন (নিশ্চয় ঝাড় ফুঁক করা, রক্ষাকবচ ব্যবহার করা ও স্বামী বা স্ত্রীকে {ঝাড় ফুঁক বা তাবিজের মাধ্যমে} বশিভুত করা শিরক) বললেন কেন? আল্লাহর কসম! আমার চোখে সমস্যা ময়লা নির্গত হয়। চক্ষু লাফালাফি করে। এ সমস্যা অনুভব হলে ওমুক ইহুদীকে আমাকে ঝাড় ফুঁক করতে বলি, সে আমাকে ঝাড় ফুঁক করলে আমার চক্ষু শান্ত হয়। ভাল হয়। তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন, ইহা শয়তানের কাজ। সে তার হাত দিয়ে চোখে গুতাগুতি করে। যখন ঝাড় ফুঁক করে তখন সে বিরত থাকে। আর তাই তোমার জন্য যথেষ্ট হল যে, তুমি বলবে যেভাবে রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন এই দুআটি।

أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِى لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا ».

আর তাই হযরত আব্দল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. ঝাড় ফুঁককে অপসন্দ করতেন। কারণ তিনি তার স্ত্রীকে বলেছেন-

إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكِ أَنْ تَقُولِى كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّه –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ « أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِى لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا ».

আর তাই তোমার জন্য যথেষ্ট হল যে, তুমি বলবে যেভাবে রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন এই দুআটি।

أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِى لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا.

তবে তিনিও কুরআন বা আল্লাহর যিকির দ্বারা ঝাড় ফুঁক করাকে জায়েয মনে করতেন।

তবে যেহেতু তার স্ত্রী যায়নাব ইহুদী থেকে ঝাড় ফুঁক করিয়েছিলেন। সুতরাং তা শিরকি শব্দ বা যাদু ইত্যাদি হওয়ার কারণে তিনি এটি শয়তানের আমল বলে উল্লেখ করেছেন। কেননা তখন সাধারণত সকলেই শিরকি কালাম দ্বারা ঝাঁড়, ফুঁক, তাবিজ ইত্যাদি করত। যেমন বর্ণিত হয়েছে-

وروى ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال بلغني عن رجال من أهل العلم أنهم كانوا يقولون إنه نهى عن الرقي حتى قدم المدينة وكان الرقي في ذلك الزمن فيها كثير من كلام الشرك فلما قدم المدينة لدغ رجل من أصحابه قالوا يا رسول الله قد كان آل حزم يرقون من الحمة فلما نهيت عن الرقى تركوها فقال ادعوا لي عمارة وكان قد شهد بدرا قال اعرض علي رقيتك فعرضها عليه ولم ير بها بأسا وأذن له فيها

ইবনে ওয়াহহাব থেকে, তিনি ইউনুস ইবনে ইয়াযিদ থেকে তিনি ইবনে শিহাব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আহলে ইলমের অনেক ব্যক্তি আমার নিকট পৌঁছিয়েছে যে, তারা বলতেন, তাদেরকে ঝাঁড়, ফুঁক ইত্যাদি থেকে নিষেধ করা হয়েছে মদিনায় আগমন করা পর্যন্ত। আর সে যুগে ঝাঁড় ফুক, তাবিজ ইত্যাদিতে শিরকি কালাম থাকত, যখন মদিনায় এলেন, তাদের সাথীদের মধ্যে একজন ব্যক্তি বিষক্রিয়ায় দংশন করা হল, তারা বলল ইয়া রাসূলুল্লাহ!

আমর ইবনে হাযম গোত্রের লোকেরা বিচ্ছুর দংশনে ঝাঁড় ফুঁক ইত্যাদি করতে পারে। আপনি নিষেধ করা থেকে তারা তা ছেড়ে দিয়েছে। তখন রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার নিকট উমারা কে ডাক, তিনি বদর যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন, অতপর রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার মন্ত্রগুলোকে পেশ কর, তিনি তা পেশ করলে তাতে খারাপ কিছু দেখলেন না। অতপর অনুমতি দিলেন।[৬]

অতএব বুঝা গেল সে যুগে যেহেতু শিরকি কালাম দ্বারা তাবিজ করা হত, সে কারণেই হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. তা থেকে নিষেধ করেছেন।

عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يكره الرقي إلا بالمعوذات قلت قال الطبري هذا حديث لا يجوز الاحتجاج بمثله إذ فيه من لا يعرف ثم إنه لو صح لكان إما غلطا أو منسوخا بقوله وما أدراك أنها رقية

[৬]. উমদাতুল কারী ৩১/৩৬৮ চিকিৎসা অধ্যায়, বিচ্ছু দংশন পরিচ্ছেদ।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. ঝাড় ফুঁক তাবিজ ইত্যাদিকে অপসন্দ করতেন। তবে আল্লাহর নাম বা রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শিক্ষা দেয়া দুআসমুহ পড়াকে পসন্দ করতেন।

আমি বলি- ইমাম তবরী রহ. বলেন এই হাদীস দ্বারা দলিল দেয়া জায়েয নয়। কেননা এতে বর্ণনাকারী অপরিচিত। এরপরও যদি একে সঠিক ধরাও হয়, তবে তা ভুল হবে বা রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা

وما أدراك أنها رقية "এটা যে মন্ত্র তা তুমি কিভাবে জানলে?" দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।[৭]

অর্থাৎ বিভিন্ন বালা মুসিবতের জন্য রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন দুআও শিক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঝাড় ফুঁক তাবিজ ইত্যাদিতে শিরক জাতীয় কিছু না থাকলে তা করার অনুমোদন দিয়েছেন।

পরবর্তীতে ঝাড় ফুঁক ও তাবিজের অনুমোদন।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– لأَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الأَنْصَارِ فِى الرُّقْيَةِ مِنَ الْحُمَةِ.

হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক আনসার পরিবারের লোকদের বিষক্রিয়ার ঝাড় ফুঁকের অনুমতি দিয়েছেন।[৮]

عَنْ جَابِرِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أَرْخَصَ النَّبِىُّ –صلى الله عليه وسلم– فِى رُقْيَةِ الْحَيَّةِ لِبَنِى عَمْرٍو.

قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ وَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ لَدَغَتْ رَجُلاً مِنَّا عَقْرَبٌ وَنَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم–. فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْقِى قَالَ « مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ ».

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. বলেন, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু আমর গোত্রের লোকদের সর্প দংশনে ঝাড় ফুঁক করার অনুমতি

---

[৭]. উমদাতুল কারী ৩১/৩৫৭

[৮]. মুসলিম শরীফ ৭/২৬৪ হা. ৫৫৫৫ কিতাবুস সালাম, পরিচ্ছেদ, বদ নজর, ফুসকুড়ি, ব্রণ, সাপ-বিচ্ছু ইত্যাদির দংশনে ঝাড় ফুঁক করানো উত্তম।

দিয়েছেন। আবু যুবাইর বলেন, আমি জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. কে বর্ণনা করতে শুনেছি, আমাদের একজনকে বিচ্ছু দংশন করল। আমরা তখন রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে বসা ছিলাম। এক ব্যাক্তি বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি ঝেড়ে দেই? তিনি বলেন, তোমাদের যে কেউ তার ভাইয়ের উপকার করতে পারে সে যেন তা করে।[৯]

শিরক না হওয়ার শর্তে ঝাড় ফুঁক তাবিজ ইত্যাদি করার অনুমোদন।

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ قَالَ كُنَّا نَرْقِى فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِى ذَلِكَ فَقَالَ « اعْرِضُوا عَلَىَّ رُقَاكُمْ لاَ بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ ».

হযরত আউফ ইবনে মালেক আশজায়ী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহেলি যুগে আমরা ঝাড় ফুঁক করতাম। আমরা আরজ করলাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ! এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? তিনি বলেন তোমাদের মন্ত্রগুলো আমার সামনে পেশ কর। ঝাড় ফুঁকে যদি শিরকের শব্দ না থাকে তাহলে এতে কোন সমস্যা নেই।[১০]

عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ لِى خَالٌ يَرْقِى مِنَ الْعَقْرَبِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– عَنِ الرُّقَى – قَالَ – فَأَتَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَى وَأَنَا أَرْقِى مِنَ الْعَقْرَبِ. فَقَالَ « مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ ».

হযরত জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমার এক মামা বিচ্ছুর বিষ ঝাড়তেন। অতপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঝাড় ফুঁক করতে নিষেধ করেন। তিনি তার কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি তো ঝাড় ফুঁক করতে নিষেধ করেছেন। আমি বিচ্ছুর বিষ ঝেড়ে থাকি। তিনি বললেন তোমাদের যে কেউ তার ভাইয়ের উপকার করতে পারে সে যেন তার উপকার করে।[১১]

---

[৯] . মুসলিম শরীফ ৭/২৬৭ হা. ৫৫৬৪ কিতাবুস সালাম, পরিচ্ছেদ, বদ নজর, ফুসকুড়ি, ব্রণ, সাপ-বিচ্ছু ইত্যাদির দংশনে ঝাড় ফুঁক করানো উত্তম।

[১০] . মুসলিম শরীফ ৭/২৬৮ হা. ৫৫৬৯ কিতাবুস সালাম, পরিচ্ছেদ, বদ নজর, ফুসকুড়ি, ব্রণ, সাপ-বিচ্ছু ইত্যাদির দংশনে ঝাড় ফুঁক করানো উত্তম।

[১১] . মুসলিম শরীফ ৭/২৬৭ হা. ৫৫৬৫ কিতাবুস সালাম, পরিচ্ছেদ, বদ নজর, ফুসকুড়ি, ব্রণ, সাপ-বিচ্ছু ইত্যাদির দংশনে ঝাড় ফুঁক করানো উত্তম।

عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– عَنِ الرُّقَى فَجَاءَ آلُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَتْ عِنْدَنَا رُقْيَةٌ نَرْقِى بِهَا مِنَ الْعَقْرَبِ وَإِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَى. قَالَ فَعَرَضُوهَا عَلَيْهِ. فَقَالَ « مَا أَرَى بَأْسًا مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ ».

হযরত জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঝাড় ফুঁক করতে নিষেধ করলেন। আমর ইবনে হাযম গোত্রের লোকেরা রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে আরজ করল ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমাদের কাছে কিছু মন্ত্র আছে। এ দিয়ে আমরা বিষ ঝেড়ে থাকি। আপনি তো ঝাড় ফুঁক করতে নিষেধ করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, তারা মন্ত্রগুলো তাঁর সামনে পেশ করল। তিনি বললেন, এতে খারাপ তো কিছু নেই। তোমাদের যে কেউ তাঁর ভাইয়ের উপকার করতে পারে সে যেন তা করে।[১২]

জিব্রাইল আলাইহিস সালাম নিজে রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে ঝাড় ফুঁক করেছেন।

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِىَّ –صلى الله عليه وسلم– فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اشْتَكَيْتَ فَقَالَ « نَعَمْ ». قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللَّهُ يَشْفِيكَ بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ.

হযরত আবু সাঈদ রাযি. বর্ণনা করেন, জিব্রাইল আ. নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে বলেন, হে মুহাম্মাদ আপনি কি আসুস্থ? তিনি বলেন হ্যাঁ! জিব্রাইল আলাইহিস সালাম নিম্নোক্ত দোয়া পড়ে তাঁকে ঝেড়ে দেন।

بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللَّهُ يَشْفِيكَ بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ[13].

ঝাড় ফুঁক তাবিজ ইত্যাদি করে বিনিময় গ্রহণ করাও বৈধ।

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– كَانُوا فِى سَفَرٍ فَمَرُّوا بِحَىٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ فَلَمْ يُضِيفُوهُمْ. فَقَالُوا لَهُمْ هَلْ فِيكُمْ

[১২] . মুসলিম শরীফ ৭/২৬৮ হা. ৫৫৬৮ কিতাবুস সালাম, পরিচ্ছেদ, বদ নজর, ফুসকুড়ি, ব্রণ, সাপ-বিচ্ছু ইত্যাদির দংশনে ঝাড় ফুঁক করানো উত্তম।

[১৩] . মুসলিম শরীফ ৭/২৫৬ হা. ৫৫৩৭ কিতাবুস সালাম, পরিচ্ছেদ, চিকিৎসা রোগ এবং ঝাড় ফুঁকের বর্ণনা।

رَاقٍ فَإِنَّ سَيِّدَ الْحَىِّ لَدِيغٌ أَوْ مُصَابٌ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ نَعَمْ فَأَتَاهُ فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَأَ الرَّجُلُ فَأُعْطِىَ قَطِيعًا مِنْ غَنَمٍ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا. وَقَالَ حَتَّى أَذْكُرَ ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم–. فَأَتَى النَّبِىَّ –صلى الله عليه وسلم– فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا رَقَيْتُ إِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. فَتَبَسَّمَ وَقَالَ « وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ ». ثُمَّ قَالَ « خُذُوا مِنْهُمْ وَاضْرِبُوا لِى بِسَهْمٍ مَعَكُمْ ».

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একদল সাহাবী সফরে ছিলেন। তারা আরবের কোন গ্রাম দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা তাদের কাছে আতিথ্য চাইলে তারা তা প্রত্যাখ্যান করল। তারা বলল, তোমাদের কেউ কি ঝাড় ফুঁক জানে? আমাদের এই গ্রামের সরদারকে বিচ্ছু দংশন করেছে। এক সাহাবী বললেন, হ্যাঁ! আমি ঝাড় ফুঁক জানি। অতএব তিনি তাদের সাথে গেলেন এবং সুরা ফাতিহা পাঠ করে তাকে ঝাড়লেন। সে ভাল হয়ে গেল। তাকে এক পাল বকরী দেয়া হল। কিন্তু তিনি তা গ্রহন করলেন না এবং বললেন যে, রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞেস করে নেই। অতএব তিনি রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে সবকিছু বর্ণনা করলেন এবং বললেন ইয়া রাসুলাল্লাহ! আল্লাহর শপথ! আমি সুরা ফাতেহা ছাড়া অন্য কোন মন্ত্র পড়িনি। তিনি মুচকি হেসে বললেন এটা যে মন্ত্র তা তুমি কিভাবে জানলে? অতপর তিনি বললেন, তাদের থেকে বকরি গ্রহণ কর এবং আমাকেউ একটা ভাগ দিও।[১৪]

তাবিজ ঝুলানোও হাদীস থেকে প্রমাণিত

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ فِي النَّوْمِ فَلْيَقُلْ أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ وَأَنْ يَّحْضُرُوْنَ فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرُّهُ قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو يُعَلِّمُهَا مَنْ بَلَغَ مِنْ وَلَدِهِ وَمَنْ لَمْ يَبْلُغْ مِنْهُمْ كَتَبَهَا فِيْ صَكٍّ ثُمَّ عَلَّقَهَا فِيْ عُنُقِهِ.

রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যখন ঘুমাবে তখন বলবে-

[১৪]. মুসলিম শরীফ ৭/২৬৯ হা. ৫৫৭০ কিতাবুস সালাম, পরিচ্ছেদ, কুরআন এবং দুআর সাহায্যে ঝাড় ফুঁক করে বিনিময় নেয়া জায়েয।

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ وَأَنْ يَّحْضُرُوْنَ তবে তার কোন প্রকার ক্ষতি হবে না।

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. তার প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানকে দুআটি শিক্ষা দিতেন। আর অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান এর জন্য একটি কাগজে লিখে তার গর্দানে ঝুলিয়ে দিতেন।

ইমাম তিরমিযি রহ. হাদীসটিকে হাসান গরীব বলেছেন।[১৫]

সারসংক্ষেপ

উপরোক্ত হাদীসের আলোচনা দ্বারা এ কথা প্রতিয়মান হল যে, ঝাড় ফুঁক তাবিজ ইত্যাদি করা বিষয়ে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এগুলো না করা বিষয়েও হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

ঝাড় ফুঁক তাবিজ ইত্যাদি শিরক হলে এগুলো নিষিদ্ধ হবে। আর নিষিদ্ধ বিষয়ের হাদীসগুলিও সহীহ নয়। ত্রুটিযুক্ত।

তবে ঝাড় ফুঁক তাবিজে শিরক জাতীয় শব্দ না হলে ঝাড় ফুঁক করা যাবে এবং তাবিজও ব্যবহার করা যাবে। কোন ব্যক্তি ঝাড় ফুঁক ও তাবিজ এর উপর ভরসা না করে আল্লাহর উপর ভরসা করে এবং তাতে শিরক জাতীয় কিছু না থাকলে তা ব্যবহার করতে পারবে। এতে কোন প্রকার সমস্যা নেই।

আল্লামা ইবনে হজর আসকালানী রহ. বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ ফতহুল বারী তে লিখেন-

وقد أجمع العلماء على جواز الرقي عند اجتماع ثلاثة شروط أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى

ওলামায়ে কেরাম ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, ঝাড় ফুঁক (ইত্যাদি) জায়েয হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত বিদ্যমান থাকতে হবে। ১. আল্লাহর কালাম, তাঁর নাম বা তাঁর গুণবিশিষ্ট নাম হতে হবে।

২. আরবী ভাষা হতে হবে বা অন্য ভাষা হলে তার অর্থ জানতে হবে।

৩. এবং বিশ্বাস রাখতে হবে যে, ঝাড় ফুঁক তাবিজ (ইত্যাদি) নিজস্ব কোন প্রভাব ফেলতে পারেনা। বরং আল্লাহ তাআলাই প্রভাব ফেলেন। অর্থাৎ ঝাড়

[১৫]. তিরমিযি ৫/৪৫১ হা. ৩৫২৮ দাওয়াত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৯৪
আবু দাউদ ৪/১৮ হা. ৩৮৯৫ চিকিৎসা অধ্যায়, মন্ত্রপড়া অনুচ্ছেদ।

ফুঁক তাবিজ কখনও আরোগ্য দিতে পারেনা। বরং আরোগ্যদানকারী স্বয়ং আল্লাহ তাআলাই।[১৬]

সুতরাং শরীয়তের আলোকে ঝাড় ফুঁক তাবিজ ইত্যাদিতে উপরের শর্ত বিদ্যমান থাকলে আর্থাৎ শিরক জাতীয় কিছু না থাকলে এবং উহার উপর ভরসা না থাকলে ঝাড় ফুঁক ও তাবিজ ব্যবহার করা জায়েয হবে। এতে কোন প্রকার সমস্যা নেই। এমনকি শিরক বা হারামও নয়। যারা এমন (শিরক বা হারাম) বলে থাকে তাদের কথা সঠিক নয়।

আল্লাহ সকলকে বুঝার তাওফীক দান করুন। আমীন।

উত্তরদাতা

অকিল উদ্দিন যশোরী
সহকারী মুফতি দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ
গফুর ভিউ, এ/১৫৫৫, রাজাখালী, চাক্তাই, চট্টগ্রাম।
তারিখ: ১৭ রজব ১৪৩৬ হিজরী, ৭ মে ২০১৫ ঈসায়ী

সত্যায়নে

উত্তর সঠিক।

৪ রমযান ১৪৩৬ হিজরী

মোহাম্মাদ আব্দুচ্ছালাম চাটগামী
মুফতিয়ে আযম বাংলাদেশ
মুফতি ও মুহাদ্দিস, আল জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলূম
মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম
প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক- দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ, চট্টগ্রাম

[১৬] . ফতহুল বারী ১০/১৯৫